দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... NOV 23 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

14

ইবিতে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষ ॥ আহত ৫৪

১৯ বাস ভাংচুর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ সোমবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের সাথে ছাত্র শিবিরের তিন দফা সংঘর্ষে উভয় গ্রুপ ও সাধারণ ছাত্রদের প্রায় ৫৪ জন আহত হয়। এদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বুকে গুলিবিদ্ধ শিবিরকর্মী হাসানুল বান্না চপল (আইন-১ম বর্ষ)কে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত অন্য নেতাকর্মীদের কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সোমবার সকালে ঝিনাইদহ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী বাসে গান শোনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের এক কর্মীর সাথে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। পরে ক্লাস থেকে বের হলে ছাত্রশিবির কর্মীরা বাসের ওই ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ছাত্রলীগের মনজুর ফেরদৌস বিন্দু (ইসলামের ইতিহাস), দেবাশীষ (অর্থনীতি) ও ছাত্রদলের সাইদুর রহমান (ইতিহাস), সালাম (ইঃ ইতিহাস)কে বেধড়ক মারধর করে। এ সময় ছাত্রলীগের জাতীয় পরিষদ সদস্য, ইবি ছাত্রলীগের সাবেক সেক্রেটারি মীর জিল্লুর রহমান ও শিবিরের সেক্রেটারি মোস্তফা জামান আহত হয়। সংঘর্ষ যাতে বড় আকারে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য প্রক্টরিয়াল বডি ও ক্যাম্পাসে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকায় ক্যাম্পাস আপাতত শান্ত হয়। এদিকে বিন্দু ও দেবাশীষের আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল জোটবদ্ধ হয়ে ঝিনাইদহের ভাটই বাজারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝিনাইদহগামী বাস থামিয়ে ছাত্রদের গণধোলাই শুরু করে। তারা রামদা, কিরিচ, দা, কুড়ালসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে। এ সময় মারাত্মক আহত হয় ওলিউল্লাহ (কোরান), আমিন (কোরান), আসাদুল্লাহ (আরবি), কুদ্দুস (আরবি), আইয়ুব (কোরান), সামাদ (হাদিস), মোবারক (হাদিস), মনসুর (হাদিস), আমিনুর, হামিদ, বাসার (আরবি), আকরাম (দাওয়া), মুতাছিম বিল্লাহ (হাদিস), হান্নান (দাওয়া), খলিল (দাওয়া বিভাগ)সহ আরও প্রায় ১৫ ছাত্র। ছাত্রশিবির দাবি করেছে, আহত ছাত্ররা ছাত্রশিবিরের সমর্থক। জানা গেছে, আহতরা ঝিনাইদহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এদিকে এ খবর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছানোর সাথে সাথে ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি বাস ভেঙে চুরমার করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষকের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। বাস ভাঙ্গার সময় ছাত্রশিবির ও পুলিশের মধ্যে ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় প্রায় ৩০/৪০ রাউন্ড গুলি বিনিময় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। এ সময় হাসানুল বান্নার (আইন বিভাগ) বুকে ও হাতের কব্জিতে গুলিবিদ্ধ হয়। বাসের মধ্যে বসে থাকা ছাত্র ফেরদৌসের মাথায় মারাত্মক আঘাত লাগে। শিবিরের তাণ্ডবকারীদের ধাক্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইপার রেবেকা ও তার তিন মাসের কন্যা বাস থেকে ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়। ড্রাইভার সালাউদ্দিনকেও তারা মারধর করে। এ সময় শিবির ক্যাডাররা ১৯টি বাসের চাবি ছিনিয়ে নেয়। ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চারদিকে পালাতে থাকে। শিক্ষকদের রাজনৈতিক মতবিরোধ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনাও এ সময় ঘটে। শিবিরের বাসে হামলার সময় কাচের আঘাতে প্রায় ৩০/৪০ ছাত্রছাত্রীর হাত-পা কেটে যায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিবিরের ভাংচুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সহকারী প্রক্টর তালুকদার লোকমান হাকিম জনকণ্ঠকে জানান, 'রাজশাহীর মতো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিবিররা নতুন করে শিকড় গাড়ার চেষ্টা করছে বলে তারা অতি সাধারণ বিষয়কে ইস্যু করে এ ঘটনা ঘটান।' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রুহুল কুদ্দুস মোঃ সালেহ জানান, 'আগামী ৫ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন বানচাল করতে ছাত্রশিবির এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।' এদিকে উপাচার্য প্রফেসর কায়েস উদ্দিন এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তন ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য। কিন্তু তারপরও অবুঝ ছেলেরা কেন যে এসব করছে বুঝি না।' তারপরও সুন্দরভাবে যাতে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাবর্তনকে সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রফ্রন্টসহ বেশ ক'টি সংগঠন। সোমবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কোন নোটিস না দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হল থেকে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্র নিরাপদ স্থানে চলে গেছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, আজ মঙ্গলবার যথারীতি ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় তদন্ত কমিটিও আজ গঠন হবে।

বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, আগামী ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক হল, বেগম ফজিলাতুন্নেছা হল ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমন বানচাল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের একটি মহল পরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াশ চালিয়ে যাচ্ছে।